(শস্যাদি মাড়াইবার সময় গো-সকলকে আবদ্ধ রাখার জন্য মাঝখানে যে খুঁটিটি পোঁতা হয়, তাহাকেই মেধী বলে। সেইটি অবলম্বনে গো-সকল যেমন চারিদিকেই ঘুরিতে থাকে) জ্যোতিশ্চক্র এই ধ্রুবলোক অবলম্বনে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে ; এইজন্যই ধ্রুব মহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠের ভারে পৃথিবী অর্দ্ধ-বিনতা হইয়াছিল ॥ ১৫৬॥১॥৮ শ্রীমৈত্রের ঋষি বিদুরকে বলিয়াছেন।

অনন্তর ভগবদ্ভিন্ন বস্তুতে অভিনিবেশ হইলে যে ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতি হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন। যেমন রাজর্ষি ভরত যখন পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার অসম্ভব মানস-অভিনিবেশে মৃগশাবকরূপে প্রতিভাসমান, নিজ আরব্ধ কর্ম্মফলে সেই যোগীতাপস যোগারম্ভ হইতে বিশেষভাবে ভ্রষ্ট হইলেন এবং শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন ; এখন দিবারজনী সেই মৃগশাবকটিকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এস্থানে চিন্তার বিষয় এই যে, ভগবদ্ভক্তির সামান্য আরব্ধ কর্ম্ম অন্তরায় হইতে পারে না ; যেহেতু আরব্ধ কর্ম্ম অতি দুর্ব্বল, শ্রীভগবদ্ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বলিয়া সবলা। মায়াশক্তির কার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপে চিৎভক্তির বৃত্তিরূপা ভগবদ্ভক্তির উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ? অতএব এস্থানে বুঝিতে হইবে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ যেমন শ্রীভগবদর্চ্চন করিবার সময়ে সমাগত অগস্ত্যমুনিকে সমাদর না করার অপরাধে হস্তিজন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এস্থানেও সেইরূপ কোন প্রাচীন অপরাধের ফলেই এইপ্রকার মৃগদেহে অভিনিবেশ জন্য ভরত মহারাজ ভগবদ্ভজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। ॥ ৫ ॥ ৯ ॥ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭ ॥

কেচিত্তু, সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদ্দুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য, যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্ব্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণমাহ—হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান মা মাম্ দ্রষ্টুমিহার্হতি, অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোহয়ং কুযোগিনাম্ ॥ ১৫৮ ॥ স্পটম্ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৭৮ ॥

এই বিষয়ে কেহ কেহ কিন্তু "ভগবদ্ভক্তিতেও ভগবানে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য স্বয়ং ভগবানই সাধারণ মায়াময় প্রারব্ধ কর্ম্মেরই জাতরতি তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের প্রাবল্য প্রকাশ করাইয়া দেন"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সেই উৎকণ্ঠা ও প্রাপ্তমৃগদেহ ভরত মহাশয়ের বর্ণন যথেষ্টরূপেই করা হইয়াছে। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মে অর্থাৎ যখন দাসী-পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীহরিতে স্থায়ীভাব লাভ করা সত্ত্বেও যেমন শ্রীভগবানের আবির্ভাবপ্রাপ্তির পর অদর্শনে পুনর্ব্বার